



## 196257 - মুয়াজ্জনিরে বশৈষ্টিয়সমূহ

### প্রশ্ন

নামাযেরে আযান কে দবিবে? অর্থাৎ এই দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে? এটার জন্য কোনোটো নরিদষ্টি ব্যক্তি আছে কি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

#### এক:

সুনরিদষ্টি কোনোটো ব্যক্তি আযান দয়োটো শর্ত নয়। যবে কোনোটো মুসলমি ব্যক্তি যদি নামাযেরে জন্য আযান দয়োটো তাহলে সংশ্লষ্টি স্থানরে অধবিসীদরে পক্ষ থেকে আযানরে ফরয আদায় হয়ে যাবে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “তমোমাদরে মধ্য থেকে একজন যনে আযান দয়োটো। আর বয়সে সবচয়োটো বড় ব্যক্তি যনে ইমামত কিরোটো।” [সহি বুখারী: ৬২৮ ও সহি মুসলমি: ৬৭৪]

#### দুই:

আলমেরা মুয়াজ্জনিরে ক্ষতেরে বশে কিছু শর্ত উল্লেখে করছেন। আর কিছু বিষয় মুস্তাহাব হিসেবে ববিচেনায় রাখা উচিত।

যবে সকল শর্ত পূর্ণ হওয়া ছাড়া আযান দয়োটো সঠিক হবোটো না সগেলোটোর মধ্যতে রয়ছে: মুয়াজ্জনি মুসলমি, সুস্থ মস্তষ্কিরে অধিকারী ও পুরুষ হওয়া।

ইবনে কুদামা রাহমিহুল্লাহ বলনে: “মুসলমি, আকলসম্পন্ন ও পুরুষরে পক্ষ থেকে ছাড়া আযান দয়োটো সঠিক হবোটো না। কাফরে ও পাগলরে আযান দয়োটো সঠিক নয়। কারণ তারা ইবাদত পালন করার যোগ্য নয়। নারীর আযান দয়োটো শুদ্ধ হিসেবে গণ্য নয়। কারণ নারীর জন্য আযান দয়োটো শরয়িতে বধে নয়। ... উক্ত বিষয়োটো কোনোটো মতভদে আমাদরে জানা নহে।” [আল-মুগনী (১/২৪৯)]

আর মুয়াজ্জনিরে মাঝে যবে সকল বশৈষ্টিয় থাকা উত্তম সগেলোটো হলোটো: সুকণ্ঠরে অধিকারী, বশিবস্ত, সৎ, ওয়াক্তরে ব্যাপারে বজ্জিৎ ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

ইবনে কুদামা রাহমিহুল্লাহ বলনে: “মুয়াজ্জনি সৎ, বশিবস্ত ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া মুস্তাহাব। কারণ নামায-রযোর ক্ষতেরে



সে নরিভরযোগ্য। যদি মুয়াজ্জনি নরিভরযোগ্য না হয় তাহলে সে আযান দিয়ে মানুষকে ধোঁকায় ফলে দেয়া থেকে নরিপদ নয়। আর মুয়াজ্জনি যহেতে উঁচু স্থান থেকে আযান দিয়ে সহেতে সে মানুষের গোপন অঙ্গগুলো দেখে ফলো থেকেও নরিপদ নয়।”[আল-মুগনী (১/২৪৯)]

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়্যা (২/৩৬৮)-তে আছে:

“মুয়াজ্জনিরে মধ্যযে যে বশৈষ্টিৎসমূহ থাকা মুস্তাহাব সগেলো হলো: তিনি সৎ হবনে। কারণ ওয়াক্তরে ক্ষত্রে তাকে আমানতদার নযিক্ত করা হয়ছে। আর যাতে করে মানুষের গোপন অঙ্গগুলোর দকিে নজর দেওয়া থেকে তার উপর আস্থা রাখা যায়। ফাসকে ব্যক্তি আযান দলিে সঠকি হব; তবে সটো মাকরুহ...। মুয়াজ্জনি সুকণ্ঠরে অধিকারী হওয়া মুস্তাহাব। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে যাইদকে বলনে, “তুমি বলিালরে সাথে উঠ এবং তুমি যা (স্বপ্নে) দেখেছে সটো তাকে পড়ে শেনাও। কারণ সে তোমার চয়ে সুকণ্ঠরে অধিকারী।” আর কণ্ঠস্বর উঁচু হলে আযান ভালোভাবে পট্টে দেওয়া যায়...। মুয়াজ্জনিরে জন্য নামায়রে ওয়াক্ত সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়া মুস্তাহাব; যাতে করে ওয়াক্তরে ব্যাপারে তিনি সতর্ক থাকে এবং ওয়াক্তরে শুরুতহে আযান দিয়ে। এমনকি অন্ধ ব্যক্তরি চয়ে দৃষ্টিশিক্তরি অধিকারী ব্যক্তি উত্তম। কেননা অন্ধ ব্যক্তি ওয়াক্ত প্রবশে করছে কনি সটো জানতে পারে না।”[ঈশৎ পরমির্জতি ও সংক্ষপেতি]

এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, কোনোটো মসজদিে যদি নরিধারতি মুয়াজ্জনি থাকে তখন অন্য কারোটো জন্য সেই মুয়াজ্জনিরে আযান দেওয়ার অধিকারে হস্তক্ষপে করার অধিকার নহে কথিবা বাড়াবাড়ি করে তার অনুমতি ছাড়া তার বদলে আযান দেওয়ারও অধিকার নহে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।